তারিখ ... 15 MAY 1990
পৃষ্ঠা ...

47

প্রশ্ন ফাঁস ঃ কুমিল্লা বোর্ডের

(প্রথম পৃঃ পর)

বোর্ড থেকে সাতজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। কুমিল্লায় তিনজন নকল সরবরাহকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার চারটি বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় রাজশাহী বোর্ডে। এই বোর্ডে ৬০৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহি-ষ্কার করা হয়েছে। এরপর ঢাকা বোর্ডে। এ বোর্ডে ৫৩৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডে বহিষ্কৃত হয়েছে যথাক্রমে ১৬০ ও ৩৩ জন।

চট্টগ্রাম

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আজ চট্টগ্রামে সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থগিত ঘোষণা করেন।

পরীক্ষা শুরুর দুই ঘন্টা পর এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিকেলে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরে কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করে। পরে ছাত্র জনতা ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১০ জন ছাত্র আহত হয়। অন্যান্য ৪টি উপ-জেলাতেও বিক্ষোভ হয়েছে।

ঘটনা তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম বিশ-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যশোর

যশোর থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানানঃ গতকাল এই বোর্ডে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ৩৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নোয়াখালী

নিজস্ব সংবাদদাতা জানানঃ নোয়াখালী জেলা প্রশাসক গতকাল সকাল ৭ টায় সাধারণ বিজ্ঞান প্রশ্নপত্রের ফাঁস হবার কথা জানতে পারেন। পরে তিনি আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে অবিকল মিল রয়েছে। বিষয়টি কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা-সমূহের নিয়ন্ত্রককে জানান হলে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। জেলা প্রশাসক পরে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ করে সাধারণ বিজ্ঞান প্রথম পত্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত জেলার সব কেন্দ্রে জানিয়ে দেন। জেলা প্রশাসক একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রশ্নেরও এক কপি প্রশ্নপত্র পান। পরে দেখা যায় আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এ পরীক্ষা বিকেলে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে গত দু'দিনে এখানে ফাঁস হওয়া সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্ন ৫০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে চৌমুহনী সালেহ আহমদ কলেজ কেন্দ্রের কিছুসংখ্যক পরী-ক্ষার্থী মিছিল বের করে এবং কলেজের আসবার পত্র ভাঙচুর করে।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসক প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করে দিয়েছেন। তদন্তের রিপোর্ট ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেয়ার কথা। এদিকে গতকাল জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে সমাজ বিজ্ঞান পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ৩৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার মানিক-গঞ্জ থেকে জানানঃ জেলার ৭টি উপজেলার ১১টি কেন্দ্রে ১ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্র বহিষ্কার হয়েছে। ধামরাই কেন্দ্রে ২ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ থেকে আমাদের সংবাদ-দাতা জানান, গতকাল এস,এস,সি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ জেলার ১০টি উপজেলায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৭৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নকল সরবরাহের সাথে সহ-যোগিতা দানের অভিযোগে ৪ জন পরিদর্শককে বহিষ্কার ও ২ জন বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত বহিষ্কার ১১ হাজার

উল্লেখ্য, গত তিনদিনে দেশের ৪টি বোর্ডে বহিষ্কৃত এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ১১,১০০ এরমধ্যে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ছাত্র বহিষ্কৃত হয় রাজশাহী বোর্ডে। এই বোর্ডে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে।